মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সঙ্গে সায়েন্স প্রজেক্টে বিজয়ী শিক্ষার্থীদের সাক্ষাৎ

জাতীয় পর্যায়ে স্টার্টআপ, সায়েন্স প্রজেক্ট ও ইনোভেশন আইডিয়া শোকেসিং প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অর্জনকারী গাংনীর সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. তোজাম্মেল হোসেনের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের আয়োজনে ‘স্মার্ট ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড কন্ট্রোলিং সিস্টেম’ প্রকল্পের আওতায় অনুষ্ঠিত স্টার্টআপ, সায়েন্স প্রজেক্ট ও ইনোভেশন আইডিয়া শোকেসিং প্রতিযোগিতায় জাতীয় পর্যায়ে দ্বিতীয় হওয়ার গৌরব অর্জন করে সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজ।

দেশব্যাপী ৮ হাজার ২৯টি স্টলের মধ্য থেকে বাছাই করে ৫৪৬টি প্রজেক্ট প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার সুযোগ পায়। পরে জেলা পর্যায়ে নির্বাচিত ১০১টি প্রজেক্টের মধ্য থেকে জাতীয় পর্যায়ে পাঠানো হয়। প্রতিযোগিতায় ৭২ নম্বর প্রজেক্ট হিসেবে অংশ নিয়ে দিনব্যাপী উপস্থাপনার মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজ।

গতকাল ঢাকা থেকে বিজয়ী দলটি মেহেরপুরে পৌঁছালে আজ সকালে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা তাদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। আজ বুধবার সকাল সাড়ে ১১টায় বিজয়ী শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. তোজাম্মেল হোসেনের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সন্ধানী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক আবু জাফর, প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ হাবিবুর রহমান, মুক্তিযোদ্ধা আহাম্মদ আলী টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজের সহকারী অধ্যাপক রফিকুল আলম বকুল এবং সন্ধানী সংস্থার কো-অর্ডিনেটর জাকি আল মুহতানাক।

সাক্ষাৎকালে উপাচার্য জাতীয় পর্যায়ে বিজয়ী তিন শিক্ষার্থী ও দুই গাইড শিক্ষককে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেন, “তোমাদের এই বিজয় শুধু মেহেরপুর জেলার নয়, এটি সমগ্র দেশের গর্ব। তোমরাই দেশের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব দেবে। তাই নতুন নতুন আইডিয়া ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নিতে হবে। শুধু চাকরির পেছনে না ছুটে নিজেদের মেধার বিকাশ ঘটাতে হবে।”

তিনি আরও বলেন, “মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিশুদের খুব ভালোবাসেন। তোমাদের উদ্ভাবনী চিন্তাকে দেশের কল্যাণে কাজে লাগানোর উদ্যোগ নিতে হবে। সরকার এ ধরনের উদ্যোগে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবে বলে আমি আশা করি।”

উপাচার্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে মানসম্মত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, “মাধ্যমিক পর্যায় শিক্ষার্থীদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই সময়েই মেধা ও জ্ঞানকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে হবে। যে জেলা যত উন্নত, তার পেছনে রয়েছে সেই জেলার মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।”

তিনি বিজয়ী শিক্ষার্থী ও গাইড শিক্ষকদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করেন এবং তাদের অনুভূতির কথা শোনেন।

বর্তমান প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা অত্যন্ত মেধাবী উল্লেখ করে তিনি বলেন, প্রযুক্তির কল্যাণে তারা বিশ্বকে হাতের মুঠোয় এনে গবেষণা ও শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে।

শেষে তিনি বলেন, মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে যেকোনো প্রয়োজনীয় সহযোগিতা সবসময় প্রদান করা হবে।

আলমডাঙ্গায় নবাগত ইউএনও’র সাথে

বিএনপি নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎ

আলমডাঙ্গার নবাগত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শাহীনুর আক্তারের সাথে বিএনপি নেতৃবৃন্দ সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।

আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি শহিদুল কাউনাইন টিলুর নেতৃত্বে বিএনপি নেতারা ইউএনওর সাথে সাক্ষাৎ করেন। এসময় উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি আক্তার হোসেন জোয়ার্দ্দার, পৌর বিএনপির সভাপতি আজিজুর রহমান পিন্টু, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম রোকন, উপজেলা সাংগঠনিক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন, পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আলী আজগর সাচ্চু, যুবদল নেতা মাগরিবুর রহমান, মহাবুল মাষ্টার প্রমুখ।

সাক্ষাৎকালে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শাহীনুর আক্তার আলমডাঙ্গায় দায়িত্ব পালনে সকলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন।

বিসিবির সভাপতির সাথে খুলনা বিভাগীয় প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎ

বিসিবির (বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড) সভাপতি তামিম ইকবালের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন খুলনা বিভাগীয় প্রতিনিধিরা।

বৃহস্পতিবার রাজধানীর বিসিবি কার্যালয়ে তারা এ সাক্ষাৎ করেন। বিসিবির সভাপতি তামিম ইকবাল তাদের শুভেচ্ছা জানান এবং জেলার ক্রিকেটের মান উন্নয়নের প্রতি বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করেন।

বিসিবির মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি হাসিবুজ্জামান স্বপনসহ খুলনা বিভাগের জেলা প্রতিনিধিরা এসময় উপস্থিত ছিলেন।

দর্শনা সীমান্তে বিজিবির আহ্বানে অধিনায়ক পর্যায়ে বিএসএফের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও পতাকা বৈঠক

দর্শনা সীমান্তে বিজিবির আহ্বানে অধিনায়ক পর্যায়ে বিএসএফের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার বিকাল ৪ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬বিজিবি)এর অধীনস্থ দর্শনা আইসিপি দায়িত্বপূর্ণ সীমান্ত মেইন পিলারের ৭৬ এর নিকট বাংলাদেশের অভ্যন্তরে জয়নগর মাঠ নামক স্থানে এ পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে জয়নগর মাঠ নামক স্থানে বিষায়োক্ত সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সাক্ষাতে বিজিবির পক্ষে নেতৃত্ব দেন ৬-বিজিবি এর অধিনায়ক লেঃ কর্নেল মোঃ নাজমুল হাসান পদাতিক, উপ-অধিনায়ক মেজর তোয়াসীন হাবীব হাসান ও এডি মোঃ রাজ মামুহুদ সাথে ০৬ জন এবং প্রতিপক্ষে ৩২ বিএসএফ ব্যাটেলিয়নের সীমা নগর এর কমান্ডেন্ট সুজিত কুমারের নেতৃত্বে ৬ জন বিএসএফ অংশ নেয়।

এ সৌজন্য সাক্ষাৎকারে সর্বপ্রথম উভয়পক্ষের কুশলাদি বিনিময় করেন পরবর্তীতে উক্ত সৌজন্য সাক্ষাতে উভয় দেশের সীমান্ত সুরক্ষার লক্ষ্যে অবৈধ সীমান্ত অতিক্রম ও চোরাচালান প্রতিরোধ করা, সীমান্তে কোন প্রকার হত্যা জনিত ঘটনা না ঘটে, সীমান্তে টহল তৎপরতা বৃদ্ধি এবং গোয়েন্দা নজরদারি কার্যক্রম অব্যাহত রাখা এবং সীমান্ত এলাকায় সিভিল জনসাধারণের উপর অনাকাঙ্খিত ফায়ার না করা, এতে বিএসএফ কমান্ডার এক মত পোষণ করেন, আসন্ন নির্বাচনে যাতে কোনো প্রকার অস্ত্র ও গোলাবারুদ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য উভয় দেশে সতর্কতা থাকার জন্য অনুরোধ করেন।

পরিশেষে উভয় দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখার ব্যাপারে আলোচনা করা হয়। অতঃপর উক্ত সৌজন্য সাক্ষাৎ

সুষ্ঠ ও শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হয়।

পাঁচ বছরে অসমাপ্ত কাজ গুলো সম্পন্ন করবো-এমপি ছেলুন জোয়ার্দ্দার

চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য সোলায়মান হক জোয়ার্দার ছেলুন শপথের পর গতকাল বৃহস্পতিবার আলমডাঙ্গায় নেতাকর্মিদের মাঝে উপস্থিত হলে তাঁকে ফুলেল শুভেচ্ছায় শিক্ত করা হয়। বেলা ১১ টার দলীয় কার্যালয়ে নেতাকর্মিদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় ও সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন তিনি ।

এসময় জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দার ছেলুন এমপি বলেন, আপনারা আপনাদের পরিশ্রমের ফল পেয়েছেন। রাব্বুল আলামিন আমাদের দিকে তাকিয়েছেন, সেজন্য দলের পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে ও আমার পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

দলের সর্বস্তরের নেতাকর্মী বিশেষ করে আওয়ামীলীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ, কৃষকলীগ, শ্রমিকলীগ, মহিলা আওয়ামীলীগ, ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বৃন্দসহ যারা নৌকার পক্ষে কাজ করেছেন, তাদের সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। আমাদের কিছু কাজ এখনও বাকি আছে, স্কুল কলেজের অনেক কাজ বাকি আছে, কিছু রাস্তাঘাটের কাজও বাকি আছে, সেই সব অসম্পুর্ন কাজগুলো এই ৫ বছরে সম্মন্ন করতে হবে।

তিনি বলেন, চুয়াডাঙ্গা একটি শান্ত জেলা। একসময় চুয়াডাঙ্গাকে অশান্ত করে তুলেছিল,অস্ত্রের ঝনঝনানি ছিল,আমাদের আমলে ১৫ বছরে সেই চুয়াডাঙ্গায় শান্ত পরিবেশে গড়ে তুলেছি।আমরা শান্তিপুর্ণ পরিবেশে বসবাস করতে চাই।ভোটকে কেন্দ্র করে কিছু সহিংস ঘটনা ঘটেছে,আপনারা শান্ত থাকবেন। নতুন করে কেউ কোন ঘটনা ঘটাবো না,তবে যদি কেহ পায়ে ল্যাং মেরে ঝগড়া বাধাতে চাই তাহলে তাদেরকে

ছাড় দেওয়া হবে না। আমাদেরকে সব সময় ধৈর্য ও শান্ত থাকতে হবে,বিনা কারণে কেউ ঝগড়া বিবাদে জড়াবেন না।আমরা সবাই শান্ত থাকব,শান্ত থাকলে আমাদের সকলেই ভাল বলবে।

সকলকে স্বীকার করতে গত ১৫ বছরে চুয়াডাঙ্গায় কোন চাঁদাবাজী নেই,আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা,দামুড়হুদার কোন ব্যবসায়ি বলতে পারবে না চাঁদাবাজী হয়েছে। আমরা কিন্ত এইদিকটা কঠোর ভাবে দেখেছি,আমরা এও দেখেছি বিএনপি,জামাতের আমলে কাপড়ের দোকানদের কাছ থেকে বাড়িতে দেখানোর নাম করে নিয়ে গেছে আর ফিরে আসেনি।

তিনি বলেন, গত ১৫ বছরে আমরা চুয়াডাঙ্গা জেলায় শান্তিপুর্ণ পরিবেশে বসবাস করেছি,আগামী ৫ বছরও সেভাবে বসবাস করবো। এই নির্বাচনে গরীব মানুষেরা আপনাদের কথা রেখেছে,আপনাদের তাদের প্রতি সদয় আচরণ কতে হবে।

তিনি আরো বলেন আওয়ামীলীগ একটা ঐতিহ্যবাহী সংগঠন।এবারের নির্বাচনে আপনারা প্রমাণ করেছেন তৃনমুল সংগঠনের নেতাকর্মিরা কখনও ভুল করে না।আজ বিএনপি যদি নির্বাচনে আসত আমরা সহজে চিনতে পারতাম অমুক লোক বিএনপি করে,কিন্ত নিজ দলের মধ্যেকার লোক যখন অন্য পক্ষ অবলম্বন করে তখন সেভাবে কাউকে চেনা যায় না। কে কোন দিকে কি করছে।

মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আবু মুছা। উপজেলা আওয়ামীলীগের সম্পাদক ইয়াকুব আলীর উপস্থাপনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দার টোটন,জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সাংগাঠনিক সম্পাদক মাসুদুজ্জামান লিটু বিশ্বাস বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক সহিদুল ইসলাম, শাহ আলম, হামিদুল ইসলাম, জেলা সদস্য সিরাজুল ইসলাম, শাহ আলম, কাজী খালেদুর রহমান অরুন, আলমডাঙ্গা, পৌর সভাপতি দেলোয়ার হোসেন, উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সহ-সভাপতি আলহাজ্ব লিয়াকত আলী লিপু মোল্লা, হাজী ঠান্ডু রহমান, সাবেক পৌর আওয়ামীলীগের সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, আমিনুল ইসলাম অপু মোল্লা, যুগ্ম সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু, মাসুদ রানা তুহিন, ইউপি চেয়ারম্যান এজাজা ইমতিয়াজ বিপুল, মোখলেছুর রহমান শিলন, মোজাহিদুর রহমান লোটাস, মাহমুদুল হাসান চঞ্চল, আসাদুল হক মিকা, আবু সাইদ পিন্টু,তাফসির আহমেদ লাল, সোহানুর রহমান সোহান, জেহালা ইউনিয়ন সভাপতি হাসানুজ্জামান হান্নান, মোস্তাফিজুর রহমান রুন্নু, বিল্লাল গনি, দিদার মালিতা, রাহাব উদ্দিন, আব্দুর

রাজ্জাক, জয়নাল আবেদীন, জিনারুল ইসলাম বিশ্বাস, নাহিদ হাসনাত সোহাগ, মকবুল হোসেন, শহিদুল ইসলাম লাল্টু, যুবলীগের আহবায়ক সোনাহার মন্ডল, আশাদুল হক ডিটু, পাপন, মনিরুজ্জামান হিটু, সাবেক ছাত্রনেতা আশরাফুল ইসলাম, বাদশা, নাহিদ হাসান তমাল, সাকিব, অটল, জেলা মৎসজীবি লীগের সভাপতি শাহাবুল ইসলাম, সহসভাপতি আলতাব হোসেন, ববিতা খাতুন, স্বপন, উপজেলা কৃষকলীগের সভাপতি এম আজিজুল হক, মহিলা আওয়ামীগের সভাপতি সাহিদা খাতুন সহ নেতৃবৃন্দ।

এছাড়াও আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড.জে.এম আব্দুর রকিবের নেতৃত্বে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

এসময় উপস্থিত ছিলেন সহকারি অধ্যাপক সাইদুর রহমান লিটন, মহিতুর রহমান, সিরিয়র প্রভাসক ড.মাহবুবুর রহমান, তাপস রসিদ, ওসি শেখ গনি মিয়া, ওসি তদন্ত একরাম হুসাইন, টোটন জোয়ার্দার, সহকারি অধ্যাপক, আব্দুল মেনায়েম, শেখ শফিউজ্জামান, সাইদুর রহমান লিটন, মহিতুর রহমান, ইকবাল হাসান, সিনিয়র প্রভাষক আনোয়ারুজ্জামান, মাকুদুর রহমান, জিয়াউর রহমান, আদিল হোসেন, তাসলিমা খাতুন, রাহাত আরা, জেসমিন আরা খানম, শরিয়ত উল্লাহ, মনিরুজ্জামান, রাশেদুল মমিন, ড.মহাবুব আলম, রফিকুল ইসলাম, মঞ্জুরুল ইসলাম, তাপস রশিদ, রেজাউল করিম, আব্দুল হাই, হাবিবুর রহমান, আব্দুস সেলিম প্রমুখ।